এস. এস. প্রোডাকসন্সের নিবেদন /

মধ্য রাতের তারা

শ্রীমতী প্রণতি ভট্টাচার্য্যের প্রযোজনায়

এম, এম, প্রডাকসন্সের নিবেদন

মধ্যরাতের তারা

কাহিনী—**প্রতিভা বসু**

পরিচালনা—**পিনাকী মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত পরিচালনা—**হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

আলোকচিত্র : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দগ্রহণ : শিশির চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা : অজিত দাস শিল্প-নির্দ্দেশনা : বটু সেন ব্যবস্থাপনা : রতন চক্রবর্ত্তী

রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী, বেলচার পেরেরা, আমিন ও বাবু (বোম্বাই)

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কণ্ঠসঙ্গীত : কিশোরকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত সঙ্গীতানুলেখন : বি, এন, শর্ম্মা (বম্বে ল্যাবরেটরী)

কৌশিক (মেহবুব ষ্টুডিও, বোম্বাই) শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী, কলিকাতা)

স্থিরচিত্র : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী

প্রচার পরিকল্পনা : বাগীশ্বর ঝা দৃশ্যপট অঙ্কন : কবি দাসগুপ্ত

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : দিলীপ দে চৌধুরী, অনিল সরকার সঙ্গীত পরিচালনায় : সমরেশ রায়

আলোকচিত্রে : মনীশ দাশগুপ্ত শব্দগ্রহণে : জগৎ দাস, যতীন জানা

সম্পাদনায় : অনিল সরকার শিল্প-নির্দ্দেশনায় : সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনায় : গৌর দাস, বলাই আঢ্য, পতিত রূপসজ্জায় : অনাথ মুখোপাধ্যায়, পান্না (বোম্বাই) আলোকসম্পাতে : হেমন্ত দাস, সুখরঞ্জন দত্ত, অনিল সরকার, মনোরঞ্জন দত্ত, দেবেন দাস, বিনয় ঘোষ, মংরু ।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও (কলিকাতা) ও মোহন ষ্টুডিও (বোম্বাই)তে গৃহীত

এবং

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

॥ একমাত্র পরিবেশক ॥

রাজশ্রী পিকচার্স

কাহিনী

বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ মেয়েটি এসে হাজির।

ডাঃ ব্যানার্জি এবং তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দু'জনেই একটু অবাক হয়ে যান। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে হিরণ্ময়ী জিজ্ঞাসাও করেন সুতপাকে—'একা একা এই ভাবে তুমি এলে কেন'?

জল-টলমল চোখে তাকিয়ে থাকে সুতপা। কোন জবাব দিতে পারে না।

বাবা-মা মারা যাওয়ার পর এমনি করেই হঠাৎ একদিন সে কলকাতায় তার কাকার বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল। কাকীমা ধুলো পায়েই বিদায় করতে চেয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু দূর সম্পর্কের হলেও কাকা বীরেশ্বরবাবু সুতপার বাবার কাছে ঋণী থাকায় মেয়েটাকে একেবারে ঠেলে ফেলতে পারেননি। বাড়ির এক কোণে তার একটু আশ্রয় মিলেছিল।

ডাঃ ব্যানার্জির ছেলে অমরেশকে ওই বাড়ীতেই সুতপা প্রথম দেখে। ডাঃ ব্যানার্জি তার বাবা এবং কাকাদের ছেলেবেলার বন্ধু। কাকাবাবু এবং কাকীমার ইচ্ছে অমুর সংগে তাঁদের লরেটোয় পড়া মেয়ে নয়না বিয়ে দেন।

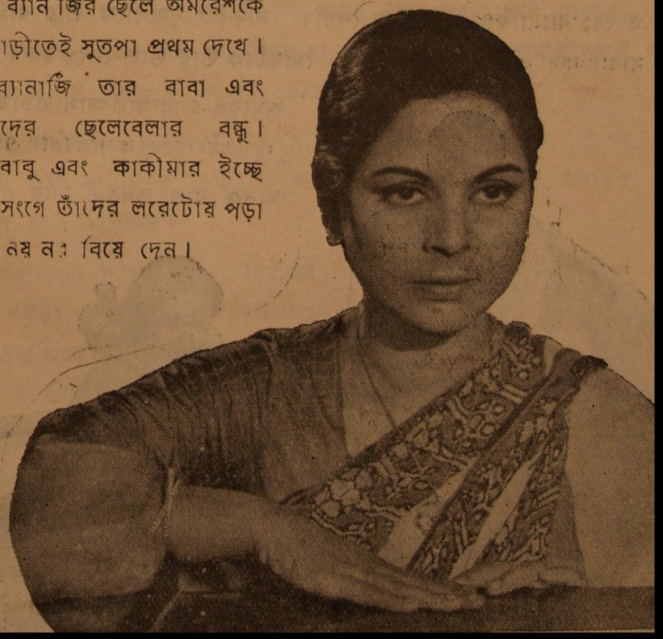

নয়নের জন্মদিন উপলক্ষেই অমু এসেছিল নিমন্ত্রিত হয়ে। সুতপাকে দেখে তার ভাল লাগে। সুতপার জন্যেই সে ও-বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করে। তবু সে তাকে একান্তে পায় না। সুতপা নিজেকে যেন সব সময় সন্তর্পনে লুকিয়ে রাখতে চায়।

অমু যে আসে, সুতপার সংগে কথা বলে, তাকে গোপনে বই দিয়ে যায়—এ রহস্য যেদিন আর অগোচর রইল না, সেদিন কাকীমা'র লাঞ্ছনা নির্মম হয়ে উঠল। সুতপা তার শেষ অবলম্বনটুকু, তার আশ্রয়টুকু হারাতে চায় না। সে অমরেশের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানায়। বলে: 'একটা অসহায় মানুষের এই অনুরোধটুকু রাখুন, আপনি কখনো, কোন কারণে আমার সংগে আর দেখা করবেন না'।

তবু আবার একদিন দেখা হলো। অফিসের কাজে অমু যাবে বিলেত। আর সেই সময় বীরেশ্বরবাবুর ছেলে হরেনের বিয়ে। বীরেশ্বরবাবু ছেলের বিয়েতে বন্ধু আর বন্ধুপত্নীকে জোর করে নিয়ে এলেন। সুতপার সংগে হিরণ্ময়ী ও ডাঃ ব্যানার্জির সেই প্রথম দেখা। সেদিন-ই সুতপাকে তাঁর বাড়িতে যাবার কথা বলেছিলেন হিরণ্ময়ী। মেয়েটিকে তাঁর ভাল লেগেছিল।

অমরেশ এ-বিয়েতে আসতে চায় নি। তবু হিরণ্ময়ী ছেলেকে ধরে নিয়ে এলেন।

অনেক রাত তখন। বিয়ে বাড়ীর

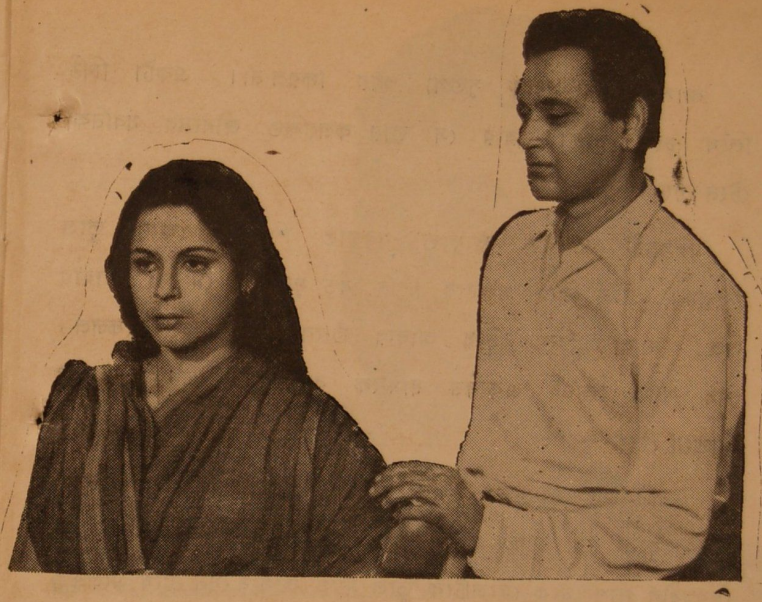

গোলমাল চুকে গেছে। সুতপা এল অমুর ঘরে খাবার জল রাখতে। অমু তাকে সেদিন স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করল, কেন সে নিজের জীবনকে এমনিভাবে নষ্ট করছে? বঞ্চনায় বঞ্চনায় ক্ষয় করছে?

সুতপা বলল, কারো অভিশাপের ওপর সে নিজের জন্যে সুখের প্রতিষ্ঠা চায় না—তার চেয়ে এই ভাল! কয়েকদিন পরেই অমরেশ বিলেত চলে গিয়েছিল।

এবাড়িতে আসার পর, হিরণ্ময়ী আর ডাঃ ব্যানার্জি সুতপার মধ্যে ভীষণ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। কেমন যেন উদাস, মনমরা ভাব। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। হিরণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করলেন। সুতপা আর পারল না নিজেকে চেপে রাখতে। সে বলল,—বলল, সে অন্তঃসত্ত্বা।

কুমারী মেয়ের সন্তান-সম্ভাবনার সেই অপরাধকে কিছুতেই মেনে নিতে চাইলেন না হিরণ্ময়ী। কিন্তু ডাঃ ব্যানার্জি নানা যুক্তি দিয়ে স্ত্রীকে বোঝান, শান্ত করেন। এই নিয়ে অনেক অশান্তির ঝড় বইল। হিরণ্ময়ীর নিজের মেয়েরা পর্যন্ত স্পষ্ট করে প্রতিবাদ জানিয়ে গেল।

নার্সিং হোম থেকে সুতপা আর ফিরল না। একটা চিঠি লিখে চলে গেছে। এবার সে তার কলংকিত জীবনের যবনিকা টেনে দেবে।

হিরন্ময়ী কাঁদতে কাঁদতে নবজাত শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। কিন্তু স্নেহে সংস্কারে তিনি বড় দুর্বল। মেয়েরা আবার এল। আঘাত দিয়ে দিয়ে আবার তাঁকে দুর্বল করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত তিনিই একদিন স্বামীকে বললেন, ছেলেটাকে কোন আশ্রমে রেখে আসতে।

এবার ডাঃ ব্যানার্জি স্ত্রীকে আর কোন কথা বললেন না—কোন যুক্তি না, তর্ক না। শুধু, একদিন ভোর বেলায় ঘুমন্ত হিরন্ময়ীর পাশ থেকে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে কোথায় যেন রেখে এলেন—কেউ জানল না। হিরন্ময়ী বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, তবু ডাঃ ব্যানার্জি কিছু বললেন না।

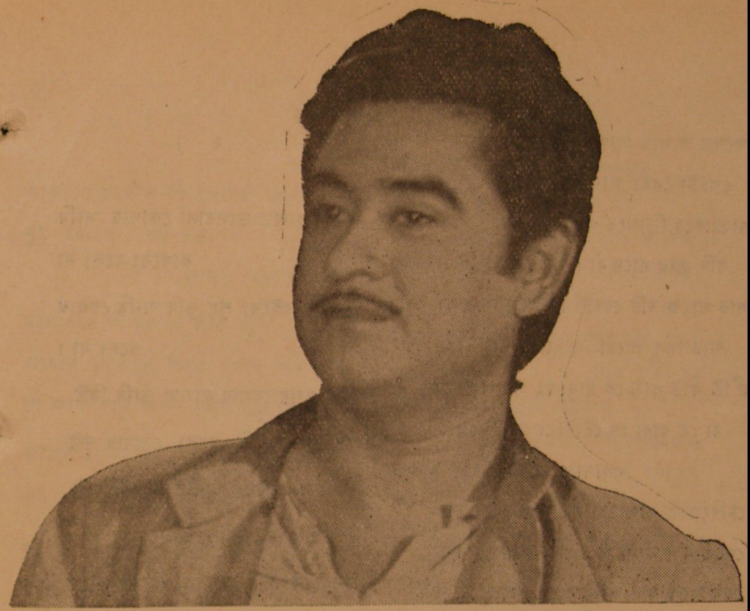

গান

(১)

জন জন জন জন জন্মদিন
ধিন কেটে কেটে তাক ধিন কেটে ধিন
অমলেট চকোলেট ফ্রাই ফিস কাটলেট
টপাটপ্ গবাগব্ নিন খেয়ে নিন ॥
হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।
ফিস্‌ফাস্ ফুস্‌ফাস প্রাণ করে হাঁস্‌ফাস্
সবুর যে আর প্রাণে সইছে না
হ্যাংলার মত শুধু হাঁপাচ্ছে ফুসফুস্
খাবার কথা তো কেউ কইছে না।
পেশোয়ারী মিহি চাল তার সাথে ছোলা ডাল
পেটে ঢুকে হয়ে যাবে খুঁচুড়ি
প্রাণ করে খাই খাই খেয়ে মরে যেতে চাই
আর তো বাসনা নেই কিছুরই।
তা থৈ তা থৈ নাচে আহ্লাদে প্রাণ নাচে
খাবারটা নিয়ে এসো জলদি
পুডিং-এ বলো তো দেখি লঙ্কা কতটা আছে
অম্বলে দিয়েছো তো হলদি।
আসুন মিছেই দেরী করছেন
ক্ষিদের জ্বালাতে মিছে মরছেন
ভদ্রতা এটিকেট মানিতে চায় না পেট
ক্ষিদের চোটেতে মাথা করে ঝিন্ ঝিন্ ॥
পেটে ছুঁচো মারে ডন ঘোরে মাথা বন্ বন্
কেউ যে তবুও খানা আনছে না

ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ করে শুধু আন্‌চান্‌
পেটটা ধৈর্য্য আর মানছে না।
পাতক্ষিরে ভিজিয়ে গরম বোঁদে
যদি তার সাথে মালপোয়া পাই
আর থাকে যদি গোটা বিশ সব্‌রি কলা
আর কিছু প্রয়োজন নাই।
হাঁউ মাঁউ খাঁউ রে মানুষের গন্ধ পাঁউ রে
মা রে বাবা রে টোটা রে ভোটা রে
সোনা রে মণি রে।
টেবিলেতে সাজানো কাঁটা আর চামচে
খেতে যদি নাহি দাও দেব আমি খামচে
শেষকালে যদি আমি খেতে কিছু নাহি পাই
পটল তুলিবো আমি খেয়ে ওভালটিন
নো এনাসিন—নো নো আয়োডিন।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরি বোল
বোল বোল
হরি বোল বোল বোল।
হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

তোমার এত ভালবাসা কোথায় আমি
রাখবো বলো না
যেথায় রইবো শুধু তুমি আমি সেথায়
চলো না।
এই দুপুর বেলার হাওয়া ভারি মিষ্টি
তাই, খুশি খুশি হলো তোমার দৃষ্টি
'বৌ-কথা-কও' পাখীর মধুর শিষ্‌টি
করে যেন রোমাঞ্চেরই সৃষ্টি
জানি, যে মন আমায় দিলে তাতে
নেই তো ছলনা॥
জানি, আমার হাতের চুড়ির মিঠে ছন্দ
এই নিরালায় নয় সে নেহাৎ মন্দ
আমার খোঁপার কনক চাঁপার গন্ধ
জানি, তোমার মনে জাগায় কিসের দ্বন্দ
আমার, প্রেমের দীপে শিখা হয়ে না হয়
জ্বলো না॥

আকাশে আজ এ কি মেঘের খেলা
সুর ঝরালো, মন ভরালো
এই যে শ্রাবণ বেলা।
মনে মনে আঁকি সে কার ছবি
আমার গানে সুর দিলো কোন কবি
সে কার পথে উদাস নয়ন মেলা॥
আমার মন-বলাকা আজ পাখা মেলেছে
এই আঁধারে কে আলো জেলেছে!
হঠাৎ যেন এ মন আমার দোলে
ক্ষতি কি মন হঠাৎ খুশি হলে
পেলাম না হয় শুধুই অবহেলা॥

আমি, হিসাব মিলাতে পারিনি
হাসি চেয়েছি, ব্যথা পেয়েছি
ওগো, তবুও আমি যে হারিনি॥
কতবার দীপ জ্বেলেছি সে তো হাওয়ায়
হাওয়ায় নেভে গো
বলো গো নিঠুর নিয়তি আর কত ব্যথা
তুমি দেবে গো
তীরে এসেছি, তরী ডুবেছে
আমি, তবুও যে আশা ছাড়িনি॥
পারিনি যে তবু জানাতে বাজে মরমে
কত সে বেদনা
শুধু যে লুকায়ে কেঁদেছি কেউ বলেনি তবু
কেঁদো না
চেয়ে দেখেছি, ফুল হেসেছে
আমি, তবুও সে হাসি কাড়িনি॥

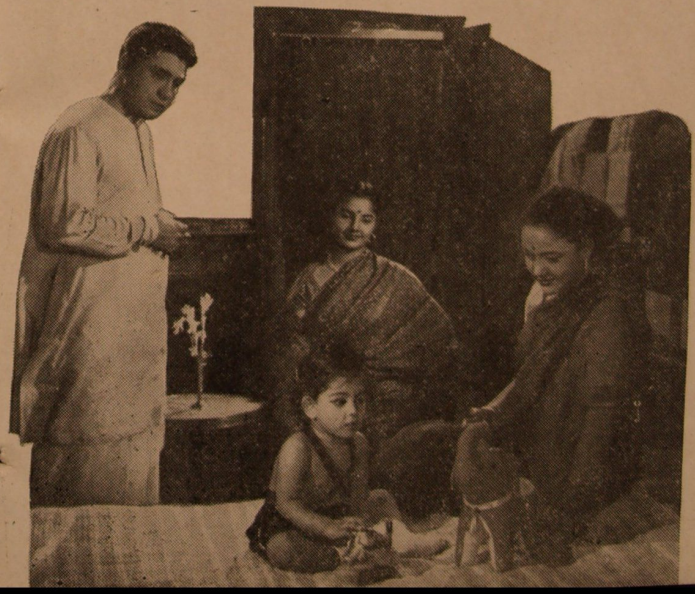

॥ রূপায়নে ॥

প্রণতি ভট্টাচার্য্য, অভি ভট্টাচার্য্য, ছবি বিশ্বাস, মলিনা দেবী, জীবেন বসু, রেণুকা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্ত্তী, শীলা পাল, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, রাজলক্ষ্মী দেবী (বড়), আশা দেবী, মধুছন্দা, মালা বাগ, মাষ্টার বিশ্বরূপ, সন্তোষ, বাবুল, মালা, সাধন ও আরো অনেকে।

॥ অতিথি শিল্পী ॥

কিশোরকুমার

অসিত সেন (বোম্বাই), অসীমকুমার (বোম্বাই), অবু ঘটক (বোম্বাই), ৺শৈলেন বসু (বোম্বাই)।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

বিমল রায়, ফণী মজুমদার, কমল বসু, সুধেন্দু রায়, অলক দাশগুপ্ত, অমিত বসু, মণ্টু বসু, ভটুবাবু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত সরকার, দেব সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, আলোছায়া প্রোডাক্সন্স, এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল।

রাজশ্রী পরিবেশনা